



231858 - স্থাবর সম্পত্তি যাকাতের অবস্থা ও বধি-বধিানরে সারসংক্ষেপে

প্রশ্ন

স্থাবর সম্পত্তি ও জমি-জমায় কোন কোন অবস্থায় যাকাত আবশ্যক হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এটা সর্বজনবদিতি যে, পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বর্তমানে চাহিদা ও প্রসারের দিক থেকে স্থাবর সম্পত্তি অবস্থা ভিন্ন। এর বিভিন্নতা অনুযায়ী যাকাতের বধিান বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

স্থাবর সম্পত্তি বলতে উদ্দেশ্য: মানুষ যে জমির মালিক এবং এর উপরে তৈরিকরা স্থাপনাসমূহ। যমেন: বাড়ি, প্রাসাদ, দালান, ফ্ল্যাট, দোকান, পটেরল পাম্প, বশিরামাগার ইত্যাদি।

যাকাতের বধিান সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য হচ্ছে:

১- এই অধ্যায়ে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে: স্থাবর সম্পত্তি যাকাতীয় সম্পদ নয়। তাই এর মূল অবস্থা হচ্ছে ব্যবসার উদ্দেশ্য না থাকলে এতে যাকাত ওয়াজবি হয় না।

২- যে স্থাবর সম্পত্তি মানুষ বসবাসের জন্য কথিবা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করে থাকে, যমেন: গুদামঘর ইত্যাদি; তাতে আলমেদের সর্বসম্মতক্রমে যাকাত নাই।

কারণ এ অবস্থায় স্থাবর সম্পত্তি ব্যক্তিগত সংরক্ষণমূলক সম্পদ। এমন সম্পদে সর্বসম্মতক্রমে যাকাত আবশ্যক হয় না। (224770) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

চাই সম্পদটিকিনোর সময় সংরক্ষণের নিয়ত থাকুক কথিবা পরবর্তীতে যুক্ত হোক। স্থাবর সম্পত্তি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণের নিয়ত করামাত্র সটেই এমন সম্পদে পরিণত হবে যে যাকাত ওয়াজবি হয় না; এমনকি যদি কিছু বছরও এভাবে থেকে যায়। যতক্ষণ এর মালিকের নিয়ত সংরক্ষণের উদ্দেশ্য থেকে পরবর্তিত না হয়।

৩- কৃষিক্ষেত্রে যাকাত নাই। বরং যাকাত ফরয হবে শস্য ও ফলের উপর।

তবে যদি কটে ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করে, এবং বক্রিকরার আগ পর্যন্ত তাকে চাষাবাদ করে, ফলে খজুর গাছে ফল ধরে ও ফসল উৎপন্ন হয়; তখন সে ফল ও শস্যের যাকাত আদায় করবে: উশর (এক দশমাংশ)। আর জমির যাকাত আদায় করবে জমির মূল্য অনুযায়ী। কারণ এ দুটি আলাদা হক, এ দুটো ওয়াজবি হওয়ার কারণ ভিন্ন ভিন্ন। তাই একটি অন্যটির দ্বারা রহতি হবে না।

যাকারিয়া আল-আনসারী বলেন: ‘যদি ব্যবসার জন্য নির্ধারণিত জমিতে নিজের ব্যবহারের জন্য ফসল চাষ করা হয়, তবে উভয়টির হুকুম আলাদা। ফলে ফসলের উপর শস্যের যাকাত ওয়াজবি হবে। আর জমির উপর ব্যবসায়িক যাকাত ওয়াজবি হবে।’[আসনাল মাত্বালবি (১/৩৮৫) থেকে সমাপ্ত]

৪- যে স্থাবর সম্পত্তি আয়ের উদ্দেশ্যে মালকিনায নওয়া হয় অর্থাৎ ভাড়া দেওয়া এবং এর ভাড়া ও ফসল থেকে উপার্জন করা এ সম্পত্তির মূল্যের উপর যাকাত নাই। বরং এর থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার উপর যাকাত ওয়াজবি হবে; যদি সেই ভাড়ার উপর এক পূর্ণ হিজরী বছর অতিক্রান্ত হয়।

সুতরাং বাড়ি, গুদাম, ফার্নশিড ফ্ল্যাট, হোটেল, বহুতল ভবন— এই সব সম্পত্তি যদি ভাড়ার জন্য নির্ধারণিত হয় তবে অধিকাংশ আলমের মতে এগুলোর মূল্যের উপর যাকাত নাই। প্রতি বছর এই সম্পত্তিগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত দেওয়াও আবশ্যিক নয়।

এ বিষয়টি ইতিপূর্বে (223513) ও (47760) নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

৫- যে স্থাবর সম্পত্তি ব্যবসার নিয়তে মালকিনায নওয়া হয়: অধিকাংশ আলমের মতে এতে যাকাত ফরজ। ব্যবসার নিয়ত বলতে বোঝায়, এই সম্পত্তি মালকিনায নওয়ার উদ্দেশ্যই হলো তা থেকে উপার্জন করা ও লাভ করা।

মারদাওয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন: “ব্যবসার নিয়তের অর্থ হলো: এটি বক্রিকর করে টাকা উপার্জন করার নিয়ত করা।”[আল-ইনসার (৩/১৫৪) থেকে সমাপ্ত]

শুধু বক্রিকরার ইচ্ছা থাকলে কোনো সম্পত্তি ব্যবসায়িক পণ্য হয়ে যায় না।

কারণ বক্রিকরার পছন্দে অনেকে উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যমেন: সম্পত্তি থেকে মুক্তি পাওয়া, এ সম্পত্তির প্রতি আগ্রহ না থাকা, আর্থিক সংকট ইত্যাদি।

কিন্তু ব্যবসা বলতে বোঝায়: লাভ ও মুনাফার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা এবং বক্রিকর।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহ উল্লেখ করছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি একটি জমি কিনে সেখানে ঘর বানানোর উদ্দেশ্য করে, পরে সে উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে অপর্যোজনীয় মনে করে তা বক্রিকরার সিদ্ধান্ত নেয়; অথবা কোনো

ব্যক্তির একাধিক জমি আছে, পরে সে প্রয়োজনবশতঃ একটি জমি বিক্রির করার নিয়ত করে, তাহলে তিনি বলনে:

“এই অবস্থায় তার ওপর যাকাত নাই; না এই জমিতে, না আগরেটতি। কারণ এখানে বিক্রির নিয়ত ব্যবসার জন্য নয়। বরং প্রথম ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োজন মটোনোর জন্য। কিন্তু ব্যবসায়িক পণ্যের মালিকি শুরু থেকেই কেবল লাভের উদ্দেশ্যেই করে থাকে।”[ফাতহু যলি জালাল (৬/১৭৩) থেকে সমাপ্ত]

৬- যবে ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির মালিকি হয়েছে, কিন্তু ব্যবসার নিয়ত চূড়ান্ত নয় বা কোনো নরিদ্ষিট নিয়ত নাই; তাতো যাকাত নাই।

কারাফী রাহমিহুল্লাহ বলনে: “যদিকিউ কোনো জনিসি ক্রয় করে। এতে তার কোনো নরিদ্ষিট নিয়ত না থাকে, তবে সেটো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গণ্য হবে। কারণ এটাই মূল অবস্থা।”[আয-যাখীরাহ (৩/১৮) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ইবন উসাইমনি রাহমিহুল্লাহকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

এক ব্যক্তির কাছে একটি জমি আছে। কিন্তু তার নিয়ত নিয়ে সে দ্বিধায় আছে। সে জানে না, সে কি এটি বিক্রির করবে, নাকি নরিমাণ করবে, নাকি ভাড়া দেবে, নাকি নিজিবে বসবাস করবে। এ অবস্থায় এক বছর পূর্ণ হলে কি যাকাত দিতে হবে?

তিনি উত্তর দেন: “এই জমিতে আদটো কোনো যাকাত নাই, যতক্ষণ না তার স্পষ্ট ও দৃঢ় সংকল্প হয় যে এটি ব্যবসার জন্য। সে যদি দ্বিধাগ্রস্ত থাকে, এমনকি মাত্র এক শতাংশ হলেও, তবে তার উপর যাকাত নাই।”[মাজমুউ ফাতাওয়াল উছাইমীন (১৮/২৩২)]

৭- যদি স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার ও বসবাসের জন্য মালিকানায নওয়া হয়, তারপর সেটো দিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্য করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজবি হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইতিপূর্বে এ মাসয়ালায় যাকাত ফরয হওয়ার মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৮- যদি স্থাবর সম্পত্তি ব্যবসার নিয়তে মালিকানায নওয়া হয়, পরে নিয়ত পরবির্তন করে সেটেকে সংরক্ষণ, ব্যবহার বা ভাড়ার নিয়ত করা হয়; তাহলে এতে কোনো যাকাত নাই।

কারণ যাকাত ওয়াজবি হওয়ার জন্য শর্ত হলো ব্যবসার নিয়তটি হিজরী বছরের শেষে পর্যন্ত অব্যাহত থাকা। তাই যদি বছর শেষে হওয়ার আগাই নিয়ত পরবির্তন করে ফেলো হয়, তবে যাকাত মওকুফ হয়ে যায়।

নববী রাহমিহুল্লাহ বলনে: ‘যদি কোনো ব্যক্তি তার কাছে থাকা ব্যবসায়িক সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নরিধারণ করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা সংরক্ষণের সম্পত্তিতে পরিণত হবে।’[মাজমুউ (৬/৪৯) থেকে সমাপ্ত]

৯- যদি কোনো স্থাবর সম্পত্তি মালিকানাধীন হওয়ার সময় সংরক্ষণের সাথে কথি বা ব্যবসার সাথে সংরক্ষণ দুই ধরনে নথিভুক্ত থাকে তবে যেটা মূল নথি সেটাই ধরতব্য হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো পণ্যকে ব্যবহারের নথিতে সংগ্রহ করে এবং পাশাপাশি এই চিন্তা রাখবে যে, যদি এতে লাভ পাওয়া যায় তাহলে বিক্রি করে দিবে, তাহলে তার উপর কোনো যাকাত নেই।

আর যে ব্যক্তি কোনো পণ্য (বা সম্পত্তি) ব্যবসার নথিতে ক্রয় করেছে এবং বিক্রি হওয়া পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করেছে ও তা থেকে উপকার নিচ্ছে, তাহলে বিক্রি হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর তার উপর যাকাত ওয়াজবি থাকবে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি বিক্রি করার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করা ও এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার নথি করে তাহলে সেটার ওপর ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ওয়াজবি হবে। কারণ প্রথমে ব্যবহার করার নথি থাকা পণ্যটি ব্যবসার জন্য উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গু সাংঘর্ষিক নয়।

১০- যদি কোনো স্থাবর সম্পত্তি এখনো নির্মাণের পর্যায়ে থাকে এবং তা ব্যবসার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে যাকাত ওয়াজবি হবে; চাই তা বর্তমানে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত হোক কথি বা নির্মাণ শেষে না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা সম্ভবপর না হোক। এক্ষেত্রে যাকাত ফরয হওয়ার সময় উক্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য অনুসারে যাকাত আদায় করতে হবে।

১১- যে স্থাবর সম্পত্তির মালিক মূল্য বাড়ার অপেক্ষায় থাকে, যদি তা বহু বছর ধরে তার কাছে পড়ে থাকে তবুও ঐ সম্পত্তির উপর প্রতি বছর মূল্য অনুসারে যাকাত ওয়াজবি হবে।

দূর ভবিষ্যতে লাভের উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করলে তা থেকে যাকাত মওকুফ হবে না।

এর উদাহরণ হচ্ছে: শহর থেকে বহুদূরে প্লানকৃত প্রজেক্টগুলো ক্রয় করা এবং মানুষের চাহিদা ও দাম বাড়ার সময়ের অপেক্ষায় থাকা। ভবিষ্যৎ জমিক্রির এই নথি উক্ত সম্পত্তির যাকাত ওয়াজবি করবে। বলিম্বে বিক্রির নথি যাকাত ওয়াজবি হওয়াকে প্রভাবিত করবে না, যতক্ষণ জমিটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে

এবং এর থেকে উদ্দেশ্য হয় সম্পদ বৃদ্ধি করা।

ফকীহরা এ ধরনের ব্যক্তিকে ‘অপেক্ষমাণ ব্যবসায়ী’ বলে থাকেন। এ বিষয়ে বেশিদূরতম মত হচ্ছে জমহুর আলমের মত: প্রতি বছর এতে যাকাত ওয়াজবি হবে।

১২- যদি কোনো ব্যক্তি শুধু সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহলে এতে যাকাত নেই। কিন্তু যদি যাকাত থেকে পালিয়ে যাওয়া বা যাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে যাকাত ওয়াজবি হবে।

এ বিষয়ে ইতপূর্বে (231857) নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩- যদি কিউে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোনও স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, কিন্তু স্টেইস্‌তগত করার আগে যাই অর্থ দিয়ে স্টেইখরিদি করছে সেই অর্থের এক বছর পূরণ হয়। যায, তাহলে তাত যাকাত আবশ্যক হব। কারণ নছিক ক্রয়-বক্রয়রে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই স্থাবর সম্পত্তি মালিকানা পরবর্ত্তন হয়ে যায়। তার পক্ষে স্টেইস্‌তগত করা সম্ভবপর।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: এক ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি নিরীদৃষ্টি অঙ্করে অর্থ দিয়ে একটি জমি কিনিছে। উল্লেখ্য, সে জমিটি এখনও গ্রহণ করেনি, এমনকি জমির দললিও পায়নি; এমনাবস্থায় এই জমির ওপরে কি যাকাত আছে?

তনি উত্তর দনে: হ্যাঁ, এই জমির উপর যাকাত আছে; যদিও সে দললি গ্রহণ করেনি। যহেতু বক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ও অনবির্য হয়ে গেছে। তাকে ব্যবসায়িক পণ্যরে যাকাত হিসেবে এর যাকাত দতি হব। যাকাত ফরজ হওয়ার সময় জমিটি য়ে বাজারমূল্য নির্ধারণ করবে এবং উক্ত মূল্যরে চল্লিশি ভাগরে একভাগ (২.৫%) যাকাত আদায় করবে।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া-রাসাইলশি শাইখ আল-উছাইমীন (১৮/২৩৪)]

১৪- বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি: যদি এই সম্পদ ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাহলে এতে যাকাত ওয়াজবি হব।

শাইখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলনে: “যদি আপনিসটোক ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করে থাকনে এবং স্টো বন্ধক রাখা হয় তাহলে আপনার ওপর এর যাকাত ওয়াজবি হব। আর যদি স্টো বন্ধক থাকে, কিন্তু ব্যবসার জন্য প্রস্তুত না করা হয়, বরং পাওনা পরশিোধ করা পর্যন্ত বন্ধক থাকে, যদি পরবর্ত্তীতে আপনি পাওনা পরশিোধ করার পর স্টো বসবাস করা বা ভাড়া দয়ের জন্য হয় তাহলে এর ওপর কোনও যাকাত নই।”[ফাতাওয়া নূরুন ‘আলা আদ-দারব (১৫/৪৩)]

১৫- য়ে স্থাবর সম্পত্তি একাধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানায় রয়েছে, স্টোর ক্ষেত্রে প্রত্যকে অংশীদার নিজ নিজ অংশরে যাকাত আদায় করবে; যদি তার অংশ নসোব পরমাণে পৌঁছে। এটা জমহুররে (অধিকাংশ মাযহাবরে) মত।

শাইখ বকর আবু যাইদ বলনে: “যৌথ মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রত্যকে অংশীদাররে উপর যাকাত ওয়াজবি হওয়ার শর্ত হলো: তার অংশরে মূল্য এককভাবে নসোব পরমাণে পৌঁছাত হব অথবা তার অন্য যাকাতযোগ্য ব্যবসায়িক সম্পদরে সঙ্গে মলিযি নসোব পূরণ হত হব।”[ফাতাওয়া জাম’আ ফা যাকাতলি ‘আক্বার (পৃ. ১২) থেকে সমাপ্ত]

(147855) নং প্রশ্নরে উত্তরে ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে য়ে, শাফযৌ মাযহাবরে মতে নসোব নির্ধারণে মোট সম্পত্তির মূল্যই ববিচ্ছে; প্রত্যকে ব্যক্তির অংশ আলাদাভাবে নসোব পূরণ করা শর্ত নয়। অতএব, যদি পুরো সম্পত্তির মূল্য নসোব পরমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে প্রত্যকে অংশীদাররে ওপর যাকাত ওয়াজবি হব, যদিও তার নিজ অংশ নসোব পরমাণে না পৌঁছায়। এই মতটাই গ্রহণ করেছে ইসলামি ফকিহ একাডেমি এবং শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহও এই মতরে দকি



ঝুঁকছেন।

১৬- যবে স্থাবর সম্পত্তি সাধারণ কল্যাণমূলক খাতে ওয়াকফকৃত; যমেন: দরদিরদরে জন্য; তাতো কোনো যাকাত নহে। এর কারণ হলো: এতে ব্যক্তিগত মালিকানা নহে।

এ বিষয়ে আরও দেখুন (99694) ও (118309) নং প্রশ্নের উত্তর।

১৭- যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে সচল (সহজে বক্রিয়যোগ্য) ও অচল (যা সহজে বক্রি হচ্চে না) —এমন স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নহে; যতক্ষণ পর্যন্ত তার এমন একটি মূল্য থাকে যাতে সটে বক্রি করা সম্ভব।

আর এটিই জমহুর (অধিকাংশ) উলামায়ে কেরামেরে মায়হাব বা মত। কারণ ব্যবসায়ী পণ্যেরে ওপর যাকাত ওয়াজবি হওয়ার ভিত্তি হলো— এগুলো সম্পদরে সেই শ্রেণী যা বৃদ্ধির (মুনাফার) জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে, ঠিকি মুদ্রার (টাকা-পয়সার) মতো; চাই তা বাস্তব বৃদ্ধি পাক বা না পাক এবং তাতো লাভ হোক বা ক্ষতি হোক।

অতএব, ব্যবসায়িক মন্দাভাব যাকাতেরে উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফলে না, যতক্ষণ ঐ পণ্যেরে একটি বাস্তবিক বাজারমূল্য থাকে এবং সটো ক্রয়-বক্রিয়যোগ্য হয়।

‘ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ’ (৮/১০২)-তে রয়েছে: ‘বক্রিয়েরে জন্য উপস্থাপতি জমরি উপর প্রতি বছর যাকাত ওয়াজবি হবে। কারণ তা ব্যবসায়িক পণ্যেরে অন্তর্ভুক্ত। বছর শেষে এর বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত মূল্যেরে চল্লিশি ভাগেরে একভাগ (২.৫%) যাকাত পরিশোধ করতে হবে; চাই জমটি সচল হোক কিংবা অচল হোক। কারণ বক্রিয় ও ব্যবসার জন্য প্রস্তুতকৃত সম্পদরে ওপর যাকাত আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে দলীলসমূহ সাধারণ ও ব্যাপক।’ [ইবনে বায়, আলুশ শাইখ, আল-ফাওয়ান, আল-গুদাইয়ান]

শাইখ আব্দুর রহমান আল-বারবাক বলেন: ‘স্থাবর সম্পত্তির অচলতা যাকাত মওকুফ করে না; বরং যাকাতেরে পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কারণ অচল জমি যে দামে ক্রয় করা সম্ভব সে দামই এর মূল্য নির্ধারণ করা হবে, সটো যত কমই হোক না কেন।’

তবে যদি স্থাবর সম্পত্তি এমনভাবে অচল হয়ে যায় যে মালিক সটো বক্রির জন্য উপস্থাপন করলেও কোনো জন্য কাউকে না পায়, তাহলে কিছু আলমেরে মতে সে ক্ষেত্রে মালিক যখন সটো বক্রি করতে পারবে তখন বগিত এক বছরের যাকাত আদায় করবে।

দেখুন: (119602) নং প্রশ্নের উত্তর।

১৮- রযিলে এস্টেটেরে শয়ারগুলোর যাকাত ব্যবসায়িক পণ্যেরে যাকাত হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। কারণ এসব রযিলে এস্টেটে কোম্পানি



ব্যবসার উদ্দেশ্যেই জমি ক্রয় করে।

তাই শ্যোরহোল্ডারের উপর ওয়াজবি বছর শেষে এই কোম্পানিতে তার শ্যোর বা অংশের বর্তমান বাজার মূল্য নরিধারণ করা এবং উক্ত মূল্যের চল্লিশি ভাগের একভাগ (২.৫%) যাকাত আদায় করা।

আরও জানতে দেখুন: (74989) ও (97124) নং প্রশ্নের উত্তর।

১৯- য়ে স্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং য়ে রয়িলে এস্টেটে ব্যবসার শ্যোর ব্যর্থ (মালকি স্টেটিতে কোনও হস্তক্ষেপে বা লেনদেন করতে পারছে না), তাতে কোনও যাকাত নহে। এটি ‘দ্বিমির সম্পদের’ অন্তর্ভুক্ত।

‘তাই হাউজিং প্রকল্পে য়ে জমি সবো প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা ইত্যাদির জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়, য়ে জমির মালকি এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না সে জমিতে কোনও যাকাত নহে। বরং য়ে তারখি মালকিকে তাতে হস্তক্ষেপে সুযোগ দেওয়া হবে, কেবল সেই দনি থেকেই যাকাতের বছর গণনা করা হবে।’[আল-মাসাইলুল মুস্তাজাদ্দাহ ফযি-যাকাহ (পৃ. ৮৭)]

অনুরূপ বধিান ব্যর্থ রয়িলে এস্টেটে শ্যোরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন কারণে শ্যোর ব্যর্থ হতে পারে। য়েন: কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদেরে প্রতারণা, রাষ্ট্রের আইনী প্রতিবন্ধকতা, জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা বা দাবি-দাওয়া। কারণ য়েই হোক না কেনে যদি শ্যোরহোল্ডার তার শ্যোরের বাস্তবে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ করতে না পারে, তাহলে সে সম্পত্তিতে যাকাত নহে।

এ বিষয়ে (143816) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

২০- স্থাবর সম্পত্তির এক বছর পূর্ণ হওয়ার সময়েরে বাজারদর অনুযায়ী এর মূল্য নরিধারণ করতে হবে। এই মূল্য ক্রয়মূল্যেরে চয়ে কম হতে পারে অথবা ক্রয়মূল্যেরে চয়ে বেশি হতে পারে।

এ বিষয়ে দেখুন (65515) নং প্রশ্নের উত্তর।

২১- স্থাবর সম্পত্তির যাকাত-বর্ষ গণনা সম্পত্তি কনোর সময় থেকে শুরু হবে না। বরং য়ে অর্থ দযি সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছে সেই অর্থের বর্ষপূর্তি স্থাবর সম্পত্তির যাকাত-বর্ষ।

এ বিষয়ে (161816) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।